পরিশিষ্ট-ক

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ <u>বিবাহ সঞ্চয়ী স্কীম অনুমোদন প্রসঙ্গে</u>

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা, ঋণ গ্রহীতার পরিবার কিংবা যে কোন প্রবাসী কর্তৃক মাসিক কিস্তিতে সামর্থ্য অনুযায়ী সঞ্চয়ের মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যত আর্থিক নিশ্চয়তা ও কল্যাণের লক্ষ্যে "**বিবাহ সঞ্চয়ী স্কীম**" নিম্নলিখিতভাবে প্রবর্তণ করা হলোঃ

০১। হিসাবের শিরোনাম	:	"বিবাহ সঞ্চয়ী স্কীম"
০২। হিসাবের মেয়াদকাল	:	৩বছর, ৫বছর, ৭বছর এবং ১০ বছর
০৩। মাসিক জমার পরিমাণ	:	৫০০ বা এর গুনিতক এবং ১০,০০০ টাকা এর মধ্যে।
০৪। সুদের হার	:	৬%
০৫। মেয়াদ পূর্তিতে পরিশোধ	:	হিসাবের মেয়াদ পূর্তির পর আমানতকারীকে তার প্রাপ্য টাকা এককালীন প্রদান করা হবে। নিয়মানুযায়ী সরকারী উৎসে কর ও আবগারী শুল্ক কর্তনের পর আমানতকারীকে প্রাপ্য টাকা প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির তারিখে সুদ প্রদান সঠিকভাবে হিসাবায়ন করে পূর্তিতে প্রদানযোগ্য/প্রাপ্য টাকা প্রদান করা হবে। সরকারী উৎসে কর ও আবগারী শুল্ক কর্তনের পর মেয়াদ পূর্তিতে প্রদানযোগ্য/প্রাপ্য টাকার পরিমাণ নিম্নরূপঃ

ক) প্রদেয় সুদের উপর বৎসর ভিত্তিক ১০% হারে উৎসে কর কর্তন করা হবে; তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিন সার্টিফিকেট না থাকলে ১৫% হারে উৎসে কর কর্তন করা হবে।

খ) পঞ্জিকা-বর্ষ অনুযায়ী প্রতি বৎসর আবগারী শুল্ক কর্তনের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক	স্থিতির পরিমাণ	কর্তণ
i)	টা ১০০০০/-পর্যন্ত	শূন্য
ii)	টা ১০,০০১/- থেকে টা ১,০০,০০০ /-	১৫০/-
iii)	টা ১,০০,০০১ /-থেকে টা ১০,০০,০০০/-	৫০০/-
iv)	টা ১০,০০,০০১/- থেকে টা ১,০০,০০,০০০/-	২,৫০০/-
v)	টা ১,০০,০০,০০১/- থেকে টা ৫,০০,০০,০০০/-	৭,৫০০/-
vi)	টা ৫,০০,০০,০০১/- ও তদূর্ধ্ব	১৫,০০০/-

গ) সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী উৎসে কর ও আবগারী শুল্কের পরিমাণ পরিবর্তনযোগ্য।

০৬। হিসাব খোলা

ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতা, ঋণগ্রহীতার পরিবার কিংবা যে কোন প্রবাসী /প্রবাসী পরিবার উক্ত স্কীমের আওতায় হিসাব খুলতে পারবেন ;

খ) এ স্কীমের আওতায় ঋণগ্রহীতা,ঋণগ্রহীতার পরিবার কিংবা যে কোন প্রবাসী /প্রবাসীর পরিবার যে কোন শাখায় একটি হিসাব খুলতে পারবেন । এক ব্যক্তির নামে একাধিক হিসাব খোলার ঘটনা উদঘাটিত হলে ব্যাংক সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের সকল হিসাব বন্ধ করে দেয়ার অধিকার সংরক্ষণ করে ;

গ) হিসাব খোলার সময় আমানতকারীকে পাসপোর্ট সাইজের দুই কপি সত্যায়িত ছবি, পাসপোর্টের সত্যায়িত ফটোকপি এবং নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদান করতে হবে;

ঘ) প্রতিটি হিসাবের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ধারাবাহিক একটি করে পৃথক নম্বর ব্যবহিত হবে;

চ) হিসাব খোলার সময় বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার অনুযায়ী TIN সার্টিফিকেট (যদি থাকে) গ্রহণ করতে হবে;

০৭। জমাদান পদ্ধতি

ক) মাসের ১০ তারিখ এর মধ্যে টাকা জমা দেয়া যাবে;

খ) টাকা নগদে /চেকে জমা দেওয়া যাবে;

গ) অগ্রিম কিস্তি জমা দেয়া যাবে তবে অগ্রিম কিস্তির উপর অতিরিক্ত সুদ প্রদান করা হবে না। অর্থাৎ যে কিস্তি যে মাস থেকে প্রাপ্য হবে সে মাস থেকে সুদ প্রদান করা হবে ।

৮। নমিনী নিয়োগ	ক) আমানতকারী এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তার হিসাবের নমিনী নিয়োগ করতে পারবেন। একাধিক নমিনী নিয়োগের ক্ষেত্রে নমিনীর প্রাপ্য অংশও তিনি নির্ধারণ করতে পারবেন। খ) নাবালক বা নাবালিকাকেও নমিনী নিয়োগ করা যাবে । নমিনী নাবালক থাকাবস্থায় আমানতকারী মৃত্যুর পর আমানতের অর্থ কে গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে আমানতকারী লিখিত নির্দেশ/মনোনয়ন প্রদান করতে পারবেন ;অন্যথায় প্রচলিত আইনে নির্ধারিত আভিভাবকের আমানতের অর্থ প্রদান করা হবে ; গ) আমানতকারী যে কোন সময় লিখিত আবেদন করে পূর্বের নমিনী বাতিল করে নতুন নমিনী নিয়োগ করতে পারবেন ; ঘ) আমানতকারীর জীবদ্দশায় নমিনীর মৃত্যু হলে ঐ মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে; ঙ) কেবল আমানতকারীর মৃত্যুর পর নমিনী (গণ) নিয়ম মোতেবেক সংশ্লিস্ট হিসাবের অর্থ প্রাপ্য হবেন; এ ক্ষেত্রে সাকসেশন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হবেনা এবং তা শাখা পর্যায়েই নিস্পত্তিযোগ্য; চ) নমিনী (গণ)-কে হিসাবের অর্থ উত্তোলনের জন্য নিম্নলিখিত কাগজপত্র শাখায় দাখিল করতে হবে i) নমিনী (গণ)-র /মনোনীত অভিভাবকের আবেদনপত্র ii) আমানতকারীর মৃত্যু সম্পর্কিত সনদপত্র iii) শাখার দু'জন ভাল গ্রহক বা দু'জন গেজেটেড অফিসার বা ব্যাংকের দু'জন অফিসার বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা পৌরসভার মেয়র /কাউন্সিলর কর্তৃক নমিনী (বৃন্দে)-র বা নাবালকের মনোনীত অভিভাবকের সনাক্তকরণপত্র ; iv)নমিনী (গণ) বা মনোনীত অভিভাবকের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি ; v) নমিনী (গণ) বা মনোনীত অভিভাবকের কর্তৃক শাখার একজন ভাল গ্রাহকের সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত ইনডেমনিটি বন্ড ;
৯। মেয়াদপূতির পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক হিসাব বন্ধ করা হলে :	গ্রাহক যে কোন সময়ে লিখিত আবেদন করে হিসাব বন্ধ করতে পারেন । হিসাব বন্ধ করার জন্য সার্ভিস চার্জ বাবদ ১০০/-(একশত) টাকা আদায়যোগ্য হবে এবং এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে; **ক) <u>৩ (তিন) বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রেঃ</u>** i) হিসাব খোলার ১ (এক) বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে গ্রাহক কেবল মূল অর্থ ফেরত পাবেন; ii) ১ (এক) বছরের অধিক কিন্তু ৩ (তিন) বছরের কম সময় মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে ৩% হারে সরল সুদ সহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন; **খ) <u>৫ (পাঁচ)বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রেঃ</u>** i) হিসাব খোলার ১ (এক) বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে গ্রাহক কেবল মূল অর্থ ফেরত পাবেন; ii) ১ (এক) বছরের অধিক কিন্তু ৩ (তিন) বছরের কম সময় মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে ৩% হারে সরল সুদ সহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন; iii) ৩ (তিন) বছরের অধিক কিন্তু ৫ (পাঁচ)বছর (পূর্ণ মেয়াদ)হয়নি এমন হিসাব বন্ধ করা হলে ৩.৫% হারে সরল সুদসহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন; **গ) <u>৭ (সাত) বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রেঃ</u>** i) হিসাব খোলার ১ (এক) বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে গ্রাহক কেবল মূল অর্থ ফেরত পাবেন; ii) ১ (এক) বছরের অধিক কিন্তু ৩ (তিন) বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে ৩% হারে সরল সুদসহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন ; iii) ৩ (তিন) বছরের অধিক কিন্তু ৫(পাঁচ)বছর (পূর্ণ মেয়াদ)হয়নি এমন হিসাব বন্ধ করা হলে ৩.৫% হারে সরল সুদসহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন;

iv) ৫ (পাঁচ) বছরের অধিক কিন্তু ৭ (সাত) বছর (পূর্ণ মেয়াদ)হয়নি এমন হিসাব বন্ধ করা হলে ৪.৫% হারে সরল সুদসহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন;

ঘ) <u>১০ (দশ) বছর মেয়াদী হিসাবের ক্ষেত্রেঃ</u>

i) হিসাব খোলার ১ (এক) বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে গ্রাহক কেবল মূল অর্থ ফেরত পাবেন ;

ii) ১ (এক) বছরের অধিক কিন্তু ৩(তিন) বছরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে ৩% হারে সরল সুদসহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন;

iii) ৩ (তিন) বছরের অধিক কিন্তু ৫(পাঁচ)বছর (পূর্ণ মেয়াদ)হয়নি এমন হিসাব বন্ধ করা হলে ৩.৫% হারে সরল সুদসহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন;

iv) ৫ (পাঁচ)বছরের অধিক কিন্তু ৮ (আট) বছর (পূর্ণ মেয়াদ)হয়নি এমন হিসাব বন্ধ করা হলে ৪% হারে সরল সুদসহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন;

v) ৭ (সাত)বছরের অধিক কিন্তু ১০(দশ) বছর (পূর্ণ মেয়াদ) হয়নি এমন হিসাব বন্ধ করা হলে ৫% হারে সরল সুদসহ মূল অর্থ ফেরত পাবেন ।

১০। স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাব বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পুনঃবৈধকরণ :

ক) হিসাব খোলার ১ (এক) বছরের মধ্যে কোন মাসের কিস্তি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা দান করা না হলে হিসাবটি অবৈধ/অনিয়মিত হিসাব বলে গণ্য হবে। তবে পরবর্তী মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হিসাবে প্রযোজ্য হারে সুদসহ (পূর্ণ টাকায়) বকেয়া কিস্তি জমা দানের মাধ্যমে হিসাবটি পুনঃবৈধকরণ /নিয়মিত করা যাবে। ১ম বছরের মধ্যে ৩ (তিন) বারের অধিক কিস্তি খেলাপি হলে হিসাব স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

খ) হিসাব খোলার ১ (এক) বছর পর যদি কোন গ্রাহক একাধিকক্রমে ০৩ (তিন)টি মাসিক কিস্তি জমা না দেন তাহলেও হিসাবটি অবৈধ/অনিয়মিত হিসাব বলে গণ্য হবে। তবে চতুর্থ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হিসাবে প্রযোজ্য হারে পূর্ণ টাকায় সুদসহ (চক্রবৃদ্ধি হারে) বকেয়া কিস্তি জমা দানের মাধ্যমে হিসাবটি পুনঃবৈধ/নিয়মিত করা যাবে। পর পর তিন মাসের অধিক কিস্তি জমাদান না করা হলে হিসাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

গ) স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া হিসাবে ক্ষেত্রে সর্বশেষ কিস্তি জমাদানের তারিখ পর্যন্ত ০৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সুদের হার অনুযায়ী গ্রাহক সরল সুদ প্রাপ্য হবেন। অবশিষ্ট সময়ের জন্য সঞ্চয়ী হিসাবের প্রযোজ্য হারে সুদ প্রাপ্য হবেন।

১১) হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা :	গ্রাহক প্রয়োজনে তার হিসাবের স্থিতি লিয়েন রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। ঋণের ক্ষেত্রে নিয়মাবলী হবে নিম্নরুপঃ
(ক) হিসাবের মেয়াদ :	কমপক্ষে দু’বছর পূর্ণ হতে হবে;
(খ) ঋণ সীমা	হিসাবের স্থিতির সর্ব্বোচ্চ ৯০%;
(গ) ঋণের মেয়াদকাল	সর্বোচ্চ দু’বছর ;
(ঘ) ঋণের প্রকৃতি	সাধারণ ঋণ;
(ঙ) ঋণের উদ্দেশ্য	উৎপাদনমুখী কর্মকান্ড ও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে (ছেলে-মেয়ের লেখাপড়া, ভোগ্যপণ্য সামগ্রী ক্রয়,চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি) এই ঋণ প্রদান করা যাবে;
(চ) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	শুধু চালু এবং হাল নাগাদ কিস্তি পরিশোধিত হিসাবের ক্ষেত্রে এ ধরণের ঋণ মঞ্জুর করা যাবে;
ছ) মঞ্জুরী ক্ষমতা	শাখা ব্যবস্থাপক;
জ) সুদের হার	সংশ্লিষ্ট হিসাবে প্রাপ্ত সুদের অতিরিক্ত ৩%;
ঝ) ঋণ বিতরণ পদ্ধতি	মঞ্জুরীকৃত ঋণ এককালীন বিতরণযোগ্য;
ঞ) পরিশোধ পদ্ধতি	মাসিক কিস্তি/এককালীন পরিশোধযোগ্য;
ট) দলিলপত্র সম্পাদন	(i) ডিমান্ড প্রমিসরী নোট; (ii) লেটার অব লিয়েন; (iii) সংশ্লিষ্ট আমানত হিসাব হতে ঋণ হিসাবে অর্থ স্থানান্তরের জন্য লেটার অব অথরিটি।
১২) বিশেষ/অন্যান্য নির্দেশনা	(ক) এই হিসাবের বিপরীতে কোন চেক বই দেয়া হবে না; (খ) হিসাবধারীর মৃত্যুর পর নমিনী/তৃতীয় পক্ষের কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট হিসাবে অর্থ জমা দেয়া যাবে না। হিসাবধারীর মৃত্যুর তারিখ থেকে হিসাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে;

(গ) হিসাবের কিস্তি ও মেয়াদ পরিবর্তন করা যাবে না। পরিবর্তন করলে হিসাবটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে;

(ঘ) হিসাবের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে হিসাবধারীর মৃত্যু হলে মনোনীত নমিনী (দের)-কে ০৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সুদসহ সমুদয় অর্থ প্রদেয় হবে;

(ঙ) কোন হিসাবধারী কর্তৃক নমিনী মনোনয়ন করা না হলে সাকসেশন সার্টিফিকেট অনুযায়ী উত্তরাধিকারী (গণ)-কে অর্থ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ০৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী সুদসহ সমুদয় অর্থ প্রদেয় হবে;

(চ) কোন হিসাবের বিপরীতে ঋণ প্রদান করা হলে এবং ঋণের অর্থ সুদসহ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধের পূর্বে হিসাবধারী মারা গেলে আমানতের স্থিতি হতে ঋণের বকেয়া সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট স্থিতি মনোনীত নমিনী (গণ) বা উত্তরাধীকারী (গণ)-কে প্রদেয় হবে;

(ছ) হিসাব খোলার সময় গ্রাহককে এ মর্মে একটি ঘোষণা প্রদান করতে হবে যে, এ স্কীমের আওতায় তার নামে অত্র ব্যাংকের অন্য কোন শাখায় কোন হিসাব নেই এবং স্কীমের নিয়মাবলী তিনি যথাযথভাবে পরিপালনে বাধ্য থাকবেন;

(জ) এই হিসাব থেকে সরকারী নিয়মানুসারে কর ও আবগারী শুল্ক কর্তণ/আদায়যোগ্য;

(ঝ) আয়কর থেকে এই স্কীমের আমানত রেয়াত প্রাপ্তিযোগ্য হবে না;

(ঞ) স্কীমটি ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রণীত বিধায় ভবিষ্যতে এতৎসংক্রান্তত কোন পরিবর্তন/ পরিবর্ধন/সংশোধন/সংযোজন সম্পূর্ণ বাংকের এখতিয়ারধীন থাকবে;

ট) সুদ প্রদান ,উৎসে কর ও আবগারী শুল্ক কর্তন পূর্ণ টাকায় হবে । নিয়ম মোতাবেক কর্তনকৃত উৎসে কর বার্ষিক (জুন) হিসাব সমাপনীকালে এবং আবগারী শুল্ক অর্ধ-বার্ষিক (ডিসেম্বরে) হিসাব সমাপনীকালে প্রধান কার্যালয়ের হিসাব বিভাকে প্রেরণ করতে হবে ;

ঠ) প্রতিটি হিসাবের বর্ষপূর্তিতে হিসাবের স্থিতির উপর মাসিক প্রোডাক্টের ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রদান করতে হবে ;

ড) হিসাব খোলার তারিখের উপর ভিত্তি করে মেয়াদপূর্তির তারিখ নির্ধারিত হবে ;

ঢ) উক্ত স্কীমের আমানতের জন্য একটি কোড এবং উক্ত আমানতের সুদ প্রদানের জন্য ব্যয় খাতের একটি কোড খোলা হবে । এতদব্যতীত উক্ত স্কীমের হিসাবের বিপরীতে ঋণের জন্য একটি কোড এবং ঋণের উপর আরোপযোগ্য সুদের জন্য আয় খাতেরও একটি কোড খোলা হবে । এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় হিসাব ও তহবিল ব্যবস্থাপনা, বাজেট এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ থেকে পৃথক নির্দেশনা জারী করা হবে ।

১৩। উক্ত স্কীমের জন্য হিসাব খোলার ফরম ও জমার বই ইত্যাদি মুদ্রণ সাপেক্ষে শাখায় চাহিদা মোতাবেক প্রধান কার্যালয় থেকে সরবরাহ করা হবে ।

১৪। হিসাব খোলার ফরমে অবশ্যই হিসাবের মেয়াদকাল ও মাসিক জমার পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে ।

১৫। এই পরিবর্তন নূতন হিসাব খোলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

(মোহাম্মদ রায়হান সোহেল$_{\text{এসিএমএ}}$)
এসিসট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট

(মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন)
মহাব্যবস্থাপক